Vol. 9 | No. 1 | 1965

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ক্রিয়া: ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগ

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.6
Pages	73-114
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ক্রিয়া ঃ ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগ

কাজী দীন মুহম্মদ

অতি প্রাচীন কাল থেকেই পাক-ভারতে ব্যাকরণের চর্চা হয়ে আসছে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় প্রাচীন কালের পাক-ভারতীয় পণ্ডিত যাস্ক পাণিনি, পাতঞ্জলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অপূর্ব চিন্তা, বিজ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন পাক ভারতীয় কথিত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাগুলির ব্যাকরণও বিশেষ পাণ্ডিত্বের সহিত রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগের, মৌখিক ও অর্বাচীন ভাষা বলে, বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতেরা তেমন সচেষ্ট হন নাই।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সর্ব প্রথম লেখেন একজন বিদেশীয়। এখন থেকে সোয়া দু'শ বছর আগে, ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল-দা-আসুম্পসাও (Manoal da Assumpcam) বাংলা ব্যাকরণখানি রচনা করেন। তখনও ছাপবার জন্য বাংলা অক্ষর তৈরী হয় নাই। তাই বইখানি ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে রোমান হরফে ছাপা হয়। বইখানিতে তখনকার দিনের ঢাকা জেলার ভাওয়াল অঞ্চলের প্রচলিত বাংলা ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় রয়েছে।

এরপর ইংরেজ পণ্ডিত নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড্ (Nathanial Brassey Halhed) ইংরেজী ভাষায় একটি বাংলা ব্যাকরণ লিখেন। ব্যাকরণ খানি হুগলী থেকে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বই খানি বাংলা সাধু ভাষার ব্যাকরণ। এ খানি সর্বপ্রথম বাংলায় মুদ্রিত গ্রন্থ। হালহেডের পরে অনেক ব্যাকরণ লেখা হয়। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথমে রাজা রামমোহন

রায় ইংরেজী ভাষায় তাঁর ব্যাকরণ লিখেন। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে। রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

হালহেড ও রামমোহনের পর গোড়ারদিকে মেইঁয়ে (Milne), ইয়েটস (Yeats), বীমস (Beams) প্রভৃতি অনেক পণ্ডিতই ইংরেজী বাংলা ব্যাকরণ লিখেন। সকল পণ্ডিতই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ইংরেজীতে ব্যাকরণের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। পরে বাঙ্গালী লেখকগণও ব্যাকরণ রচনায় মন দেন। তাই দেখি প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলি ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যাকরণের সংমিশ্রণে প্রণীত। সেদিনের ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল লেখক ও সাহিত্যিকদের জন্য নিয়মাবলী সম্বলিত সংবিধান হিসেবে। সব ব্যাকরণ বইতে তর্ক শাস্ত্রের ন্যায় সাদৃশ্য ও যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সংক্রান্ত সমস্যা গুলো আলোচিত হয়েছে।[১]

পরবর্তীকালে বাঙ্গালীদের মধ্যে যেসব পণ্ডিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ই প্রথম মুসলমান — যিনি বাংলা ব্যাকরণ নিজস্ব উক্তিতে সরলভাবে লিখেন। তাঁর পরেই সুনীতি কুমারের গ্রন্থ স্থান পেতে পারে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সংস্কৃতজ্ঞ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি, ভাষা সম্বন্ধে তাঁর সবল মতামত বাঙ্গালী মুসলমানকে নিজস্ববৈশিষ্ট্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে, বিশেষ করে বাংলা ব্যাকরণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর মতামত ও বক্তব্য আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব। তাঁর পরে যদি কখনও আধুনিকধারায় সম্পূর্ণ বাংলা ব্যাকরণ পূর্ণলিখিত হয়, তখন তাঁর বক্তব্যের সংস্কার হয়ত প্রয়োজন হবে, কিন্তু পূর্বসূরী হিসেবে তিনি ওস্তাদই থেকে যাবেন।

বিদ্যালয়-পাঠ্য ব্যাকরণ গুলোতে ব্যাকরণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নিম্নরূপ:

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যাকরণ বলে। আর — যে শাস্ত্র পাঠ করিলে বাংলা

ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।[২]

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে' (১৯৬৩)[৩] সত্যিকার ব্যাকরণের সংজ্ঞা দেওয়ার কিছুটা চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

যে শাস্ত্রে কোনও ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ প্রকৃতি ও প্রয়োগ রীতি বুঝাইয়া দেওয়া হয়, এবং যাহার সাহায্যে সেইভাষা আলাপে ও লেখাতে শুদ্ধরূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সেই শাস্ত্রকে সেই ভাষার ব্যাকরণ (Grammar) বলে। আর যে শাস্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি সব দিক দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বলে 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' বা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

এতদ্‌সত্ত্বেও 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর লেখকগণের কেউই বাংলা বাক্যরীতির বিশ্লেষণে একথা স্মরণ রাখেননি যে, যে-কোন ভাষার ব্যাকরণে সে ভাষার আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতি-গত অর্থের সংকেত-জ্ঞাপক উপায় সমূহই থাকবে। এবং কি হবে তা নয়, কি আছে, আর কি রূপে আছে—তারই বিশ্লেষণ থাকবে যে-কোন ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণে।

আমরা জানি যে, ভাষা আগে আর ব্যাকরণ পরে। অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেলে ভাষার একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে গেলে, ব্যাকরণ তার স্বরূপ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দেয়। ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করে, বর্ণনা করে। ভাষায় কখন কি হওয়া উচিত, তা বলে না। অন্য কথায়, ব্যাকরণ ব্যবস্থাপত্র বা নির্দেশ দান করে না ; বরং বর্ণনা করে, যে পদ্ধতি বা নিয়মে যেটি যেভাবে ঘটে, সে নিয়মটি বলে দেয়।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণ ব্যাকরণে ভাষার বিশ্লেষণ করতেন। ব্যাকরণ শব্দটিই তার প্রমাণ। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বিশ্লেষণ (বি + আ + কৃ + অন) ; অর্থাৎ 'বিশেষ এবং সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করা।'[৫] কিন্তু প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলোতে ব্যাকরণের যে লক্ষণ রয়েছে, তা বস্তুতঃ ইংরেজী Grammar এর লক্ষণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের লক্ষণ নয়। ইংরেজী

Grammar শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। গ্রীকভাষায় এর অর্থ 'শব্দ শাস্ত্র' বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ শব্দটি ইংরেজী 'গ্রামার'-এর অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে আসছে। 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' বলতে 'বাংলা ভাষার গ্রামার'-ই-বুঝায়; এ অর্থই এ পর্যন্ত চলে আসছে।[৬]

তাই দেখি, সংস্কৃত ভাষার জন্য লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসারী হয়েও বাংলা ব্যাকরণ ইংরেজী আদর্শে রচিত। অথচ, প্রায় সর্বত্রই ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত নামই রাখা হয়েছে। বচন, লিঙ্গ, কাল, পুরুষ, কারক, বিভক্তি, প্রত্যয়, প্রকৃতি প্রভৃতি ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী এবং বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম, অব্যয় প্রভৃতি পদ-নির্ণয়-পরিভাষা আমাদের বাংলা শিক্ষকদের কাছে অপরিচিত নয়। বাক্য মধ্যে বিভিন্ন পদের রূপ এক পদের সঙ্গে অপরাপর পদের সম্বন্ধ নির্ণয় ও বিশ্লেষণও তাঁদের অবিদিত নয়।

পদ ও অন্যান্য ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত ব্যাকরণে যে ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব সে ধরণের ব্যাখ্যা হুবহু মেনে নিতে রাজী নয়। যেমন প্রচলিত ব্যাকরণে বলা হয়ঃ যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, গুণ বা অবস্থার নাম বুঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যা দ্বারা বিশেষ্যের দোষ গুণ বা অবস্থা বুঝায় তাকে বিশেষণ বলে। যে করে তাকে কর্তা বলে। যা দ্বারা করা, খাওয়া, হওয়া, থাকা বুঝায় তাকে ক্রিয়া বলে ইত্যাদি।

আধুনিক ভাষাতত্ত্বে এভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা অনুযায়ী কোন পদের সংজ্ঞা মেনে নেওয়া চলে না। কারণ, এ ধরণের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বাক্য নেওয়া যাকঃ

১ বইটি পড়।

২ সকলেই ছেলেটির সাধুতা দেখে মুগ্ধ হল।

৩ সাধু ব্যক্তিটি এখানে এসেছিলেন।

৪ লাল বইটি পড়।

৫ ভাল লোক পাওয়া বড় দায়।

এ বাক্য গুলোতে 'বইটি', 'ছেলেটি', সাধুতা', 'ব্যক্তিটি' ও 'লোক' এ ক'টি বিশেষ্য। কেননা, প্রত্যেকটিই একটা কিছুর নাম বুঝাচ্ছে। 'লাল' ও

'ভাল' শব্দ দুটো বিশেষণ। কেননা, ওগুলো যথাক্রমে 'বই' ও 'লোক' — এ বিশেষ্য দুটোর অবস্থা বা গুণ বুঝায়। 'সাধু'ও বিশেষণ, কেননা, এটি 'ব্যক্তি'র গুণ প্রকাশ করছে।

কিন্তু, যদি বলি,

১ সাধু এখানে এসেছিলেন

২ লালটি বই

৩ ভালটা পাওয়া গেছে।

তা হলেও কি বলা যাবে যে, 'সাধু', 'লাল', এবং 'ভাল' এ শব্দ গুলো বিশেষণ পদ ?

প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্যমধ্যে শব্দ গুলোর অবস্থান ও রূপ দেখেই ওগুলো কোন্ পদ তা নির্ণয় করা সম্ভব ও সহজ। বাক্য মধ্যে পদক্রমেই প্রত্যেকটি শব্দের একটি স্থানীয় মান ও মর্যাদা আরোপিত হয়। আর সে জন্যই প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ অত্যন্ত সার্থকভাবেই এর নাম করেছেন, 'পদ'। 'পদ' শব্দ-টিতেই প্রতিটি শব্দের শ্রেণী নিয়ামক সংজ্ঞা রয়েছে। তাই পদবলে বাক্য মধ্যে 'লাল', 'ভাল', 'সাধু' এরা বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে, সে জন্যই যা একবার বিশেষ্য তা একবার বিশেষণ হয়। তা কোন কিছুর নাম বুঝায় বলে বা কোন কিছুর দোষ, গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে বলে নয়। বাক্য মধ্যে শব্দের 'আসন' দেখে আর রূপ দেখে বুঝা যাবে যে, যখন —টি-যুক্ত হয় তখন তা বিশেষ্য, যখন তা হয় না তখন অন্য রূপ থাকবে এবং স্থান থাকবে, আর তা দেখে নির্ধারিত হবে এ কোন্ পদ।

প্রবন্ধের গোড়াতে একথাগুলো বলে নিতে হলো এজন্য যে, আমাদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রচলিত ব্যাকরণে ব্যাখ্যাকৃত পদ্ধতির অনুরূপ নাও হতে পারে ; আর তাই স্বাভাবিক।

১. কথ্য বাংলা ক্রিয়া পদের রূপতত্ত্বগত বিশ্লেষণে ব্যাকরণ সংক্রান্ত যে সকল পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, তারই কয়েকটি শ্রেণীর সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা করব। ক্রিয়াপদের ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগ অংশতঃ ধ্বনিতত্ত্বগত বিশ্লেষণ এবং অংশতঃ বাগধারা বা পদক্রমের বিশ্লেষণ ভিত্তিক। ব্যাকরণের কাঠামোর

ভিত্তিতেই ধ্বনিতত্ত্বগত বিশ্লেষণ আলোচিত হওয়া উচিত। কেননা, ব্যাকরণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়, তা প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বিক, যুক্তিযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হতে পারেনা।[৭] ক্রিয়া পদের সার্বিক বিশ্লেষণের জন্য তাই সর্বাগ্রে বাক্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বাক্যের পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্যও বিভিন্ন জাতের বাক্যের বিকৃতি ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। তাই প্রথমে কয়েক প্রকার বাক্যের বিবৃতি দেয়া গেল।

২ বাক্য দু' রকমের ঃ

২.১ ক্রিয়া যুক্ত বাক্য এবং

২.২ ক্রিয়া বিহীন বাক্য।

ক্রিয়া যুক্ত বাক্যে এক বা একাধিক ক্রিয়াপদ থাকে ; আর ক্রিয়া বিহীন বাক্যে কোন ক্রিয়াপদ থাকেনা।[৮]

যেমন, সে পড়ে'। এটি একটি ক্রিয়া যুক্ত বাক্য। এ বাক্যে 'পড়ে' ক্রিয়াপদ রয়েছে।

'সে ভাল ছেলে'। এটি একটি ক্রিয়া বিহীন বাক্য। এ বাক্যে কোন ক্রিয়াপদ নাই।

২৩. ক্রিয়াপদ এমন কতকগুলো নির্ধারিত পদ বা পদ প্রকরণে (Paradigm) সাধিত (inflected) হয়। বিভিন্ন বাক্যমধ্যে এ সাধিত ক্রিয়াপদগুলোর (verbal forms) রূপতত্ত্বগত (phonological) রূপভেদের প্রয়োগ দেখানো যায়। আর ক্রিয়াপদগুলো যে বাক্যের অপরাপর পদের সহিত 'পুরুষ' (person) এবং 'ক্রম' (grade)-এর দিক থেকে সম্পর্ক যুক্ত, তাও এ রূপতত্ত্বেই ধরা পড়ে।

আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে এ কথাগুলো পরিষ্কার হবে।

ক্রিয়া যুক্ত বাক্য এবং ক্রিয়া বিহীন বাক্য সুদীর্ঘ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সংক্ষিপ্ত করার জন্য এ প্রবন্ধে আমরা কেবল ক্রিয়া যুক্ত বাক্যে সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

৩. ক্রিয়া যুক্ত বাক্যকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

৩.১ আদেশক বা অনুজ্ঞা বাচক (Command) এবং

৩.২ অনাদেশক বা অননুজ্ঞা বাচক (Non-Command)।

আদেশক বাক্যের ব্যবহার সরল বর্তমান (Simple present) এবং ভবিষ্যৎ কালে পাওয়া যায়। আর এর ব্যবহার সকল ক্রমের মধ্যম ও প্রথম পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ব্যবহার উত্তম পুরুষের কোন ক্রমেই নাই।[৯]

আদেশক বাক্যের ক্রিয়ার রূপে কোন 'ভাব' (aspect)-এর দ্যোতনা প্রকাশ থাকে না। অথচ অনাদেশক বাক্যের ক্রিয়ার রূপে বিভিন্ন 'ভাব'-এর দ্যোতনা প্রকটিত হয়। যথা,

	বর্তমান		ভবিষ্যৎ
১	তুই খ্যাল।	:	তুই খেলিস।
২	তুমি খ্যালো।	:	তুমি খেলো।
৩	আপনি খেলুন।	:	আপনি খেলুন।

৩৩. যে সব ক্রিয়া যুক্ত বাক্যের ক্রিয়াপদ সমগ্র 'পদ প্রকরণ'-এ সাধিত হয়, সে সবই অনাদেশক বাক্য। অর্থাৎ অনাদেশক বাক্যের সকল ক্রিয়াপদই কাল, পুরুষ, ক্রম ও ভাব জ্ঞাপক বিভক্তি সহযোগে সাধিত হয়। যথা,

	অতীত		বর্তমান		ভবিষ্যৎ
১	সে খেলেছিল।	:	সে খেলেছে।	:	সে খেলবে।
২	তুমি খেলেছিলে।	:	তুমি খেলছো।	:	তুমি খেলবে।
৩	আমি খেলেছিলাম।	:	আমি খেলছি।	:	আমি খেলবো। —ইত্যাদি

৪. অনাদেশক বাক্য আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয় : যথা,

৪.১ নির্দেশ বোধক (Statement)

৪.২ প্রশ্ন বোধক (Question)।

৪.১.১. নির্দেশ বোধক বাক্যে কোন প্রশ্নবোধক অব্যয়ের ব্যবহার নাই। আর বিশেষ ধরণের স্বর তরঙ্গ (intonation) এ বাক্যের বৈশিষ্ট্য।

যেমন, 'সে খ্যালে'। এ বাক্যটিতে কোন প্রশ্ন বোধক অব্যয় ব্যবহৃত হয় নাই। আর এর এক ধরণের স্বর তরঙ্গ রয়েছে,—যা এ শ্রেণীর বাক্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বাক্যের স্বর তরঙ্গটি এ ভাবে দেখানো যায় : 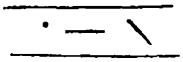

৪.২ ১. যে বাক্যে কি, কে, কেন, কবে, কিসে, কারা, কার, কিসের, কখন, কোথা, কোথায়—এ সব প্রশ্ন বোধক অব্যয়ের যে কোন একটির ব্যবহার হয়, এবং কথা বলার সময় প্রশ্ন বোধক বাক্যের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ধরণের স্বর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তা-ই প্রশ্ন বোধক বাক্য।

যেমন, 'সে কি খেলে' ?[10] এ বাক্যে প্রশ্ন বোধক অব্যয় 'কি' ব্যবহৃত হয়েছে, আর এর স্বর তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এ ভাবে রেখাঙ্কিত করা যায় ঃ

'সে খেলে' ? এ বাক্যটিতে প্রশ্ন বোধক কোন অব্যয় নাই, কিন্তু এর স্বর তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য পূর্বোক্ত ১ নং বাক্যের অনুরূপ।

৪.২.১০ লক্ষ্য করতে হবে যে, এ বিশেষ স্বর তরঙ্গই প্রশ্ন বোধক বাক্যকে অন্য সকল প্রকার বাক্য থেকে পৃথক করে। প্রশ্ন বোধক চিহ্নটি একটি সুবিধাজনক লিখবার উপায় মাত্র—যা অন্যান্য অনেক চিহ্নের মতই ইংরেজীর মারফতে বাংলায় এসেছে। প্রশ্ন বোধক চিহ্নটি (?) বাক্যের শেষে থাকে। পাঠক সে চিহ্ন না দেখার আগেই গল-নলিতে সে স্বরতরঙ্গের আমেজ এনে ফেলেন। এটা অভ্যাস বশতঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে। অন্যান্য বাক্য সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। বিশেষ করে, প্রশ্ন বোধক বাক্যে প্রশ্ন বোধক অব্যয়টি দেখামাত্রই লিখিত বাক্যে প্রশ্ন বোধক স্বরতরঙ্গ উচ্চারিত হতে আরম্ভ হয়। তাই বাক্যের শেষে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন না দিলেও অনেক সময় পড়াতে কোন অসুবিধা হয় না।

৫ আদেশক, অনাদেশক অর্থাৎ নির্দেশবোধক ও প্রশ্নবোধক প্রভৃতি সকল ধরণের বাক্যই আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয় ঃ

৫.১. হাঁ-সূচক বাক্য (Affirmative) ও

৫.২. না-সূচক বাক্য (Negative)

যে বাক্যে নিষেধ বাচক 'না' বা 'নি' অব্যয়ের প্রয়োগ হয় না, তাকে হাঁ-সূচক বাক্য বলা হয়।

আর যে বাক্যে নিষেধ বাচক 'না' বা 'নি' অব্যয়ের প্রয়োগ হয়, সে বাক্যকে না-সূচক বাক্য বলা হয়।[11] যথা

৫.১.১ 'সে আসে।' একটি হাঁ সূচক বাক্য। এ বাক্যে নিষেধার্থক অব্যয় 'না' বা 'নি' ব্যবহৃত হয় নাই।

৫.২.১. 'সে আসে না।' এবং 'সে আসেনি।' বাক্যদ্বয়ে যথাক্রমে নিষেধার্থক অব্যয় 'না' ও 'নি' ব্যবহৃত হয়েছে। এ দুটো না সূচক বাক্য।

উপরের ৫.১.১. ও ৫.২.১ উদাহরণ দুটি যথাক্রমে নির্দেশ বোধক হাঁ-সূচক ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্যের উদাহরণ।

৫.১.২ 'সে কি আসে?' একটি প্রশ্ন বোধক হাঁ-সূচক ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য।

৫.২.২ 'সে কি আসে না?' একটি প্রশ্ন বোধক না-সূচক ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য।

৫.১.৩. 'তুমি খ্যালো!' একটি আদেশক হাঁ-সূচক ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য।

৫.২.৩ 'তুমি খেলো না?' একটি আদেশক না-সূচক ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য।

না-সূচক আদেশক বাক্যের ক্রিয়া কেবল ভবিষ্যৎ কাল সূচিত করে। অন্য কোন কাল-জ্ঞাপক বিভক্তির প্রয়োগ এতে পাওয়া যায় না। আদেশক বাক্যের ক্রিয়া এ দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ।[১২]

ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগ নিচের ছকে দেখানো যায় :

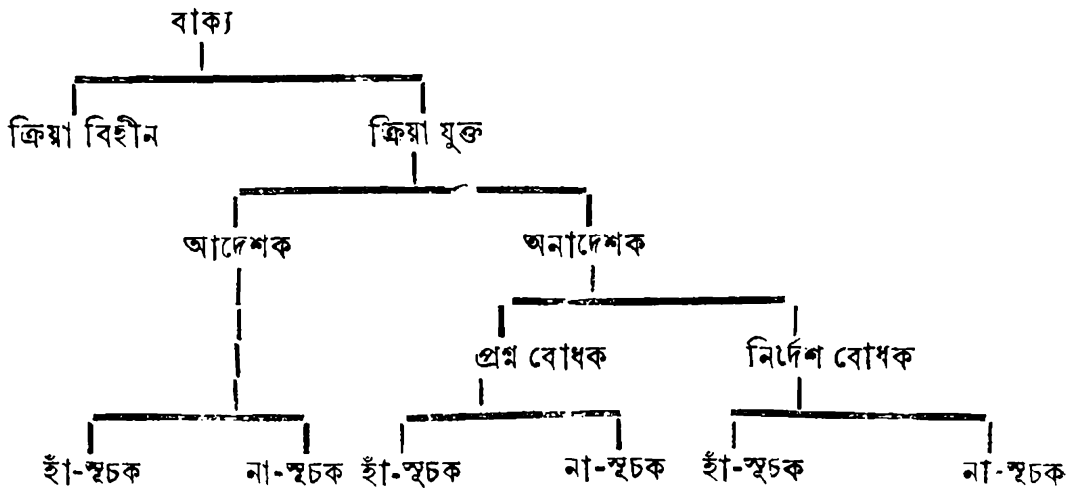

৬. সকল ক্রিয়াযুক্ত বাক্যই আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয় :

৬.১. সরল বাক্য (Simple Sentence) ও

৬.২. যৌগিক বাক্য (Compound Sentence)।

৬.১.০. যে বাক্যে একটি মাত্র ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য (Clause) থাকে, সেটি সরল বাক্য।

যথা, সে স্কুলে যায়। এ বাক্যটিতে একটি মাত্র ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য (এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র ক্রিয়াপদ) আছে। অতএব বাক্যটি একটি সরল বাক্য।

৬.২.০. যে বাক্যে একাধিক ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য থাকে, তা যৌগিক বাক্য। যথা, 'আমি বলছি যে, সে স্কুলে যায়।'

এ বাক্যটিতে 'আমি বলছি' এবং 'সে স্কুলে যায়' এ দুটো ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য রয়েছে। 'যে' প্রত্যয়ের দ্বারা খণ্ডবাক্য দুটো যুক্ত হয়েছে। এ বাক্যটি একটি যৌগিক বাক্য।

৬.৩. ধ্বনিতত্ত্ব পর্যায়ে সরল বাক্যের এবং যৌগিক বাক্যের ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে একই বিবৃতি (Statement) প্রযোজ্য। অর্থাৎ এ স্তরে সরল বাক্যের ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে যে কথা বলা যাবে অন্যান্য প্রকার বাক্যের ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেও সে কথা সত্য হবে। বিভিন্ন প্রকার বাক্যের ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে তাই আলাদা বিবৃতির প্রয়োজন হবেনা।[১৩]

৬.৪. ব্যাকরণ পর্যায়ে, সরল বাক্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে এবং পরে দেওয়া হবে, সে বিবৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌগিক বাক্যের পক্ষেও প্রযোজ্য। কিন্তু তবু নানা কারণে এ পর্যায়ে সরল ও যৌগিক বাক্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিবৃতির প্রয়োজন।

তাই জটিলতা এড়াবার জন্য এ প্রবন্ধের আলোচনা কেবল সরল বাক্যের স্বরূপ ও প্রয়োগ বিধি বিচারেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, এ স্থলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ক্রিয়াপদের বিশ্লেষণ; আর ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব পর্যায়ে ক্রিয়া পদের বিশ্লেষণে সরল বাক্যই গঠন-তাৎপর্যের দিক থেকে আদর্শ একক (Unit), আকৃতি (Structure) বিশিষ্ট।

৭. যে কোন সরল বাক্যের ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্যে (Clause) এক বা একাধিক বাক্যাংশ (Phrase) থাকতে পারে।

এ হিসেবে ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য দু'রকমের :

৭.১. সরল ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য (Simple verbal clause) ও

৭.২. যৌগিক ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্যে (Compound verbal clause)

৭.১০. যে ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্যে একটি মাত্র ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ (Phrase) থাকে, এবং সেটি বাক্যের শেষে প্রযুক্ত হয়, খণ্ডবাক্যকে 'সরল খণ্ডবাক্য' বলা হয়।

৭২০. আর যে-ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্যে একাধিক ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ থাকে, তাকে 'যৌগিক খণ্ডবাক্য' বলা হয়। যথা :

'সে যায়।' বাক্যটিতে 'ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ' (Phrase) মাত্র একটি। তাই এটিকে একটি সরল খণ্ডবাক্য (Clause) বলতে পারি।

'সে হেটে হেটে স্কুলে যায়।' এ বাক্যে 'হেটে হেটে' এবং 'যায়'—এ দুটো 'ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ' (Phrase) রয়েছে। এ বাক্যটিকে যৌগিক খণ্ডবাক্য বলা যায়।

৮. ক্রিয়াপদ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত :

৮.১. সমাপিকা ক্রিয়া (finite verbal forms), এবং

৮.২. অসমাপিকা ক্রিয়া (Non-finite verbal forms)।

সমাপিকা ক্রিয়া হাঁ-সূচক সরল বাক্যের শেষে প্রযুক্ত হয়। আর না-সূচক সরল বাক্যের প্রত্যন্তে (Penultimate position) ব্যবহৃত হয়।

আমরা যে ধরণের (Types) বাক্যের আলোচনা করছি, সে ধরণের বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় না। এ ক্রিয়া সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়ার আগে প্রযুক্ত হয়।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বাক্যের শেষে ব্যবহৃত ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশে যদি একটি মাত্র ক্রিয়াপদ থাকে, তবে তা সমাপিকা ক্রিয়া। আর বাক্যের শেষে প্রযুক্ত ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশে যদি একাধিক ক্রিয়াপদ থাকে, তবে তা অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার সমষ্টি।[৪]

যথা,

'সে যায়।' এ বাক্যের বাক্যাংশে একটি মাত্র ক্রিয়াপদ রয়েছে, এবং তা বাক্যের শেষে আছে। সুতরাং 'যায়' একটি সমাপিকা ক্রিয়া।

'সে চলে গেল।' এ বাক্যের বাক্যাংশে দুটো ক্রিয়াপদ রয়েছে, এবং দুটোর প্রথমটি অসমাপিকা ও শেষেরটি সমাপিকা ক্রিয়াপদ।

৯ ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশটি যদি

১. একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়াপদ হয়, অথবা

২. একটি অসমাপিকা ক্রিয়া ও একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদের সমষ্টি হয়, অথবা,

৩. দুটো অসমাপিকা ক্রিয়া ও একটি সমাপিকা ক্রিয়াপদের সমষ্টি হয়, তবে সে বাক্যাংশটিকে সমাপিকা বাক্যাংশ বলা হয়। যথা :

আপনি এখানে খাবেন।

আপনি এখানে খেয়ে যাবেন।

আপনি এখানে এসে খেয়ে যাবেন।

এ তিনটি বাক্যে যথাক্রমে 'খাবেন,' 'খেয়ে যাবেন,' এবং এসে খেয়ে যাবেন' এ তিনটি বাক্যাংশই সমাপিকা বাক্যাংশ।

ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশটি যদি এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সমষ্টি হয় এবং সেটি যদি

১. সমাপিকা বাক্যাংশের পূর্বে আসে, অথবা

২. বাক্যের মধ্যে যে-কোন স্থলে ব্যবহৃত হয়, তবে সে বাক্যাংশটিকে অসমাপিকা বাক্যাংশ বলা হয়। যথা :

আপনি এখানে নেয়ে খাবেন।

আপনি এখানে নেয়ে খেয়ে যাবেন।

আপনি এখানে নেয়ে এসে খেয়ে যাবেন।

আপনি এখানে খেলা দেখে নেয়ে খাবেন।

আপনি এখানে খেলা দেখে নেয়ে খেয়ে যাবেন।

আপনি এখানে খেলা দেখে নেয়ে এসে খেয়ে যাবেন।

প্রথমোক্ত তিনটি বাক্যে 'নেয়ে', এবং শেষোক্ত তিনটি বাক্যে খেলা 'দেখে নেয়ে' অসমাপিকা বাক্যাংশ। এ উদাহরণ গুলোতে অসমাপিকা বাক্যাংশ সমাপিকা বাক্যাংশের পূর্বে এসেছে।

আর,

আপনি চিড়িয়া খানা দেখে এখানে খাবেন।
আপনি চিড়িয়া খানা দেখে এখানে খেয়ে যাবেন।
আপনি চিড়িয়া খানা দেখে এখানে এসে খেয়ে যাবেন।

আপনি চিড়িয়া খানা দেখে নিয়ে এখানে খাবেন।
আপনি চিড়িয়া খানা দেখে নিয়ে এখানে খেয়ে যাবেন।
আপনি চিড়িয়া খানা দেখে নিয়ে এখানে এসে খেয়ে যাবেন।

এখানে প্রথমোক্ত তিনটি বাক্যে 'দেখে' এবং শেষোক্ত তিনটি বাক্যে 'দেখে নিয়ে' অসমাপিকা বাক্যাংশ। এ উদাহরণ গুলোতে অসমাপিকা বাক্যাংশ থেকে দূরে বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাপিকা ও অসমাপিকা বাক্যাংশের মাঝ খানে 'এখানে' শব্দটি রয়েছে।

১০. ক্রিয়া অংশটি (verbal piece) যখন একটি মাত্র সমাপিকা বাক্যাংশে সাধিত হয়, তখন উহা সরল বাক্যাংশ।

১০.০ আর যখন উহা এক বা একাধিক অসমাপিকা বাক্যাংশ ও একটি সমাপিকা বাক্যাংশের সমবায়ে গঠিত হয়, তখন তা যৌগিক বাক্যাংশ।

যথা,

'সে যায়।' এ বাক্যে 'যায়' সরল বাক্যাংশ।
'সে খেয়ে যায়'। এ বাক্যে 'খেয়ে যায়' যৌগিক বাক্যাংশ।

১১. যে-স্থলে সরল সমাপিকা বাক্যাংশটি — একটি মাত্র ক্রিয়াপদ হয়, তখন তা সরল ক্রিয়াপদ।

১১.০ আর যে-স্থলে সরল সমাপিকা বাক্যাংশটিতে দুটি বা তিনটি ক্রিয়াপদ যুক্ত হয়, তখন তা যৌগিক ক্রিয়াপদ। যথা,

সে বই খানি পড়ে।
সে বই খানি পড়ে ফেললো।
তার বই খানি পড়ে ফেলা হলো।

এ বাক্য তিনটিতে যথাক্রমে 'পড়ে', 'পড়ে ফেললো', 'পড়ে ফেলা হলো' সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ।

আর,

সে দেখতে দেখতে বইখানি পড়ে ফেললো।
সে বই খানি দেখতে দেখতে পড়ে ফেললো।
তার বই খানি দেখতে দেখতে পড়া হয়ে গেল।

এ বাক্য তিনটির প্রত্যেকটির 'দেখতে দেখতে' বাক্যাংশটি অসমাপিকা বাক্যাংশ।

১১.১ সাধারণ কথ্য বাংলায় সরল বাক্যে একসঙ্গে পরপর পাঁচটির বেশী ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দেখা যায়না। তত্ত্বীয় (theoretical) যুক্তির খাতিরে হয়তো পাঁচের অধিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণ সরল বাক্যে অসম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ কথ্য রীতিতে তা পাওয়া যাবেনা।

১১.২ আদেশক বাক্যের (Command Sentence) সমাপিকা ক্রিয়াপদটিকে 'আদেশক ক্রিয়া' (imperative verb), এবং অনাদেশক বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াপদটিকে 'নির্দেশক ক্রিয়া' (indicative verb) বলা হবে।

১১.৩ সমাপিকা ও অসমাপিকা বাক্যাংশের অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলোর কতকগুলো নির্দিষ্ট বিভক্তি রয়েছে। এর কতকগুলো অপ্রযোজক ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট আর কতকগুলো প্রযোজক ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট। আবার কতকগুলো বিভক্তি এতদুভয়েই ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে।

১২. নির্দেশক সমাপিকা ক্রিয়াপদ :

বিভক্তিযোগে সাধিত হলে সমাপিকা ক্রিয়াপদ নিম্নলিখিত রূপ প্রকাশ করে :

১ পুরুষ (Person),
২ ক্রম (Grade) ও
৩ কাল (Tense) ।

অর্থাৎ সাধিত সমাপিকা ক্রিয়াপদে কতকগুলো বিভক্তির রূপ রয়েছে যার পদ-প্রকরণ প্রক্রিয়ায় পুরুষ, ক্রম ও কালজ্ঞাপক রূপে সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি সাধিত সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপে (morhp) পুরুষ, ক্রম ও কাল জ্ঞাপক স্বরূপ প্রকট। যেমন,

সে করেছে। তুমি করলে।

এ দুটি বাক্য 'করেছে' ও 'করলে' ক্রিয়াদ্বয়ে, বিভিন্ন পুরুষের, বিভিন্ন ক্রমের এবং বিভিন্ন কালের পরিজ্ঞাপক রূপ রয়েছে — যা ক্রিয়া দুটির বিভক্তি যথাক্রমে —' এছে' এবং 'লে'-ত ব্যক্ত। ক্রিয়াপদগুলোর একটি মূল বা ধাতু ধরে বিভিন্ন বিভক্তি যোগে 'প্রকরিত' বা সাধিত করা হয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদে যেরূপ 'পুরুষ', 'ক্রম' বা 'কালের' নিদর্শন সূচক কোন বিভক্তি নাই। এর বিভক্তির স্বরূপ সমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'পুরুষ' ও 'ক্রমের' দিক থেকে সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সর্বনাম পদের ব্যাকরণ গত সম্বন্ধ (Colligational relation) রয়েছে।

১৩. ব্যাকরণ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বনাম পদ তিনটি সম্বন্ধের দ্যোতনা করে :

১. পুরুষ (Person),
২. ক্রম (Grade) ও
৩. বচন (Number) ।

অর্থাৎ প্রতিটি সর্বনাম পদেরই এ তিনটি অভিব্যক্তি প্রকট থাকবে।

সমাপিকা ক্রিয়া পদের 'পুরুষ' ও 'ক্রম'—নির্দেশক রূপ-বৈশিষ্ট্য সর্বনাম পদের 'পুরুষ' ও 'ক্রম'-নির্দেশক বৈশিষ্ট্যের পরস্পর ব্যাকরণগত রূপ সম্পর্কে সম্বন্ধ যুক্ত।

একটি রেখা চিত্রে (diagram) এ বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এ ভাবে দেখানো যেতে পারে :

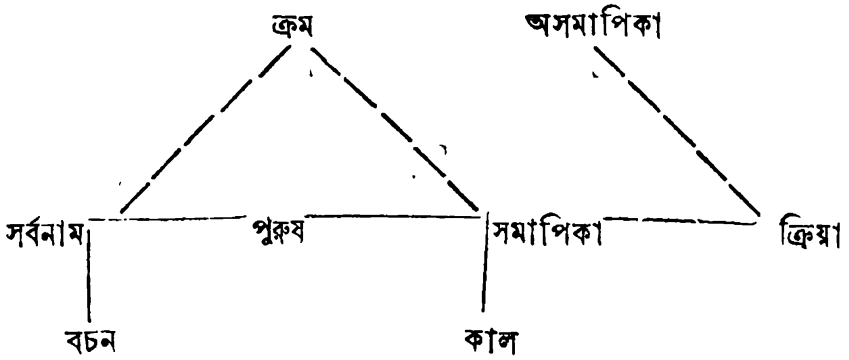

বরাতের (Reference) সুবিধার জন্য বাংলা সর্বনাম পদগুলোর কর্তৃবাচ্যের রূপের তালিকা দেওয়া হল। এতে 'পুরুষ', 'ক্রম' ও বচন জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হবে।

সর্বনামের তালিকা

পুরুষ	প্রথম	দ্বিতীয়			তৃতীয়	
ক্রম	—	তুচ্ছার্থক	সাধারণ	সম্মানার্থক	তুচ্ছার্থক/সাধারণ	সম্মানার্থক
বচন: এক	আমি	তুই	তুমি	আপনি	সে, এ, ও	তিনি,ইনি,উনিওঁ
বচন: বহু	আমরা	তোরা	তোমরা	আপনারা	তারা, এরা, ওরা	তাঁরা, এঁরা,ওঁরা

লক্ষণীয় যে, প্রথম পুরুষের সর্বনাম রূপে তুচ্ছার্থ, সাধারণ ও সম্মানার্থ 'ক্রম'-এর প্রয়োগ নাই। তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম রূপে তুচ্ছার্থ ও সাধারণ 'ক্রম'-এর প্রয়োগ একই।

১৪. বচন (Number)

ক্রিয়াপদের রূপে 'বচন' নির্দেশক কোন চিহ্ন বিভক্তিতে থাকে না। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের রূপে একবচন বা বহুবচনের রূপ বিধৃত হয় না। ক্রিয়া পদে একবচন ও বহুবচনের রূপে কোন পার্থক্য নাই। ক্রিয়াপদের রূপ সকল বচনেই একই রূপ থাকে।

কিন্তু সর্বনাম তথা বিশেষ্য পদের রূপে বচন-বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়। সুতরাং বাক্য মধ্যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের এ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

বাংলায় 'বচন' দুটি : ১. এক বচন (Singular Number) ও
২. বহু বচন (Plural Number)।

উদাহরণ : এক বচনে—তুমি পড়।
বহু বচনে—তোমরা পড়।

১৫. পুরুষ (Person)

বাংলা ভাষায় ব্যাকরণগত নির্দেশক বা নির্ধারক ভাবে সমাপিকা ক্রিয়াপদ তিন প্রকার পুরুষ জ্ঞাপন করে থাকে :

১. প্রথম পুরুষ (First Person),
২. দ্বিতীয় পুরুষ (Second Person) ও
৩. তৃতীয় পুরুষ (Third Person)।

'পুরুষ' সম্পর্কীয় এ পরিভাষায় ক্রিয়াপদের সহিত সর্বনাম পদের ব্যাকরণ সংক্রান্ত সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ সর্বনাম যে 'পুরুষ' নির্ধারক হবে ক্রিয়াপদও সে 'পুরুষ' নির্ধারক হবে।

যথা— প্রথম পুরুষ — আমি পড়ি।
দ্বিতীয় পুরুষ — তুমি পড়।
তৃতীয় পুরুষ — সে পড়ে।

সর্বনাম পদের 'পুরুষ' অনুযায়ী ক্রিয়া পদের রূপে পার্থক্য লক্ষণীয়।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় ক্রিয়ার পুরুষ-বাচক, ক্রম-বাচক ও কাল-বাচক বিভক্তিতে একবচনে ও বহুবচনে কোন পার্থক্য নাই। যেমন — আমি পড়ি, আমরা পড়ি; তুই পড়িস, তোরা পড়িস; তিনি পড়লেন, তাঁরা পড়লেন; তুমি পড়বে, তোমরা পড়বে।

বিভিন্ন 'পুরুষ'-এর জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, এ স্থলে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। লক্ষ্য করা যাবে যে, আমি যে পরিভাষা ব্যবহার করেছি তা প্রচলিত ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয় না। প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ সৃষ্টির গোড়া থেকেই, আমি 'উত্তম' পুরুষ, তুমি 'মধ্যম' পুরুষ এবং সে 'প্রথম' পুরুষ হিসেবে স্থান পেয়ে এসেছে। আমরা তৎস্থলে যথাক্রমে 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' ও 'তৃতীয়' পুরুষ ব্যবহার করেছি।

লক্ষ্য করতে হবে, বাংলায় 'উত্তম' মানে 'উৎকৃষ্ট', 'শ্রেষ্ঠ', 'মধ্যম' মানে 'মধ্যবর্তী', 'মাঝারি', 'মাঝামাঝি',। আর 'প্রথম' মানে 'অগ্রেগণ্য', 'আদি', 'শ্রেষ্ঠ', 'প্রধান' ইত্যাদি। 'উত্তম' এবং 'প্রথম'-এর অর্থ 'শ্রেষ্ঠ' ধরলে, দুটো একার্থ বোধক হয়ে পড়ে। ব্যাকরণগত পদের দিক থেকে দেখতে গেলে 'উত্তম', মধ্যম' ও 'প্রথম' তিনটিই বিশেষণ। কিন্তু 'উত্তম' ও 'মধ্যম' যে জাতের বিশেষণ-দ্যোতক 'প্রথম' সে জাতের নয়। বাংলায় 'উত্তম' 'মধাম' এ দুটোর সঙ্গে একই জাতের শব্দ ব্যবহার করতে চাইলে 'প্রথম'-এর পরিবর্তে 'অধম'ই একমাত্র উপযুক্ত শব্দ বলে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু 'অধম' শব্দটি নেহায়েত 'অপকৃষ্ট' 'হীন', 'নীচ' এবং 'মন্দ' বলে এটিকে কোন সাধুপুরুষ গ্রহণ করতে চান নাই। পরিবর্তে অপর জাতের বিশেষণ থেকে 'শ্রেষ্ঠ' বোধক 'প্রথম' শব্দটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারো কারো মনে যে এ সম্বন্ধে আপত্তির উদ্রেক হয় নাই, তা নয়। সেজন্য অনেকে 'প্রথম' পুরুষ না বলে 'নাম' পুরুষ বলে এ বিশেষ জাতের সর্বনামকে অভিহিত করার পক্ষপাতী। এবং তা সংস্কৃতের অনুগও বটে। কিন্তু যা-ই-বলা হোক, কথা থেকেই যায় যে, আমি উত্তম পুরুষ, কেননা পৃথিবীতে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কাউকে স্বীকার করা কেমন হীনমন্যতার পরিচায়ক আর তুমি কাছে রয়েছ; সুতরাং তোমাকে

বাদ দেওয়া যায় না। তাই তোমাকে আমার পরে স্থান দেওয়া গেল। আর যে দূরে রয়েছে তাকে কোন স্থান যদি দিতেই হয় তবে তাকে 'অধম'ই বলতে হয়। কিন্তু শব্দটি কেমন যেন 'অভদ্র'। তাই বাছাই করে আর একটি শব্দ আনতে হলো 'নাম পুরুষ'।

আরবী ভাষায় ব্যাকরণের পুরুষ জ্ঞাপক শব্দগুলি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। সে ভাষায় আমি—'মতলক', তুমি 'হাদের' (হাজের), আর সে 'গায়েব'। অর্থাৎ আমি 'কথক', তুমি 'উপস্থিত' আর সে 'অনুপস্থিত'। পরিভাষা হিসেবে বেশ জোরালো। কাজেই বাংলাতে 'উত্তম' 'মধ্যম' ও 'প্রথম' বা 'নাম' পুরুষের পরিবর্তে যথাক্রমে 'কথক', 'হাজের', বা 'উপস্থিত' ও 'গরহাজের' বা 'অনুপস্থিত' পুরুষ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সমাজ আরবী-ফারসীর চাইতে ইংরেজীর বেশী ভক্ত এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। তাই আমাদের মনে হয় ইংরেজী First, Second এবং Third এর অনূদিত পরিভাষা 'প্রথম', 'দ্বিতীয়', ও 'তৃতীয়' পুরুষ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ এ পরিভাষাগুলো ইংরেজী ভাষার ব্যাকরণে এ অর্থেই ব্যবহৃত হওয়ায় এর বোধগম্যতায়ও দ্ব্যর্থবোধকতা থাকে না। এতে কেউ যদি উগ্র ইংরেজী প্রীতির লক্ষণ দেখেন, তা হলে জবাবে বলতে হয়, যা ভাল তা যে কোন ভাষা থেকে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। বিশেষ করে আমরা যখন অনেক ব্যাপারেই তেমন গ্রহণ বর্জন রোজই করছি, তখন আমাদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ব্যাকরণের পরিভাষায়ও আমাদের প্রাচীন শব্দগুলোকে বিনা বিচারে চালু রাখার পক্ষপাতিত্ব একদেশদর্শিতার লক্ষণ বলে অভিহিত করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

কথা উঠতে পারে যে, প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমাদের ভাষার ব্যাকরণে ইংরেজী আদর্শের দোষ কীর্তন করেছি, তারপর আবার ইংরেজী পরিভাষাই গ্রহণ করতে শোপারেশ করছি। এ প্রস্তাব আপাতঃ দৃষ্টিতে স্ববিরোধী এবং খাপছাড়া মনে হতে পারে। কিন্তু সেখানে বলতে চেয়েছি, যে আমাদের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ইংরেজী গ্রামারের আদর্শে (Pattern) ইরেজীর ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তা হওয়া উচিত নয়। কারণ যে-

কোন দুটো ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধরণের। অতএব বাংলার ব্যাকরণ ইংরেজীর ব্যাকরণের ছাঁচে বা সংস্কৃতের ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হতে পারে না। হলে ত্রুটিমুক্ত হবে না। বিদেশী বলে ইংরেজীর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ নয়, কতকগুলি মৌল গুণ ও যৌক্তিক কারণেই ইংরেজী ব্যাকরণ বাংলা ভাষা বিশ্লেষণে অক্ষম বলে মনে করি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, দেশী ভাষা এবং যথেষ্ট প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ণের শোপারেশ করা যেত, কিন্তু যে কারণে ইংরেজীর আদর্শ গ্রহণ করা যাচ্ছে না, সংস্কৃতের বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগ বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। তিনি তাঁর রচিত বহুল প্রচলিত 'সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে'-এর নবীন সংস্করণ (ডিসেম্বর ১৯৬৩)-এর ৯০ পৃষ্ঠায় প্রস্তাব করেছেন :

'ইংরেজী First Person, Second Person, Third Person, এ রূপ সংখ্যাদ্বারা তিন পুরুষকে নির্দিষ্ট করিবার রীতি অনুসরণে, বাঙ্গালাতে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, ও প্রথম পুরুষ' -এর জন্য যথাক্রমে '১, ২, ৩' ব্যবহার করিতে পারা যায়। মধ্যম পুরুষের সামান্য রূপ, তুচ্ছরূপ ও সম্ভ্রমসূচক রূপকে যথাক্রমে '২ক, ২খ, ২গ,' এবং প্রথম পুরুষের সামান্য ও সম্ভ্রমসূচক রূপকে যথাক্রমে '৩ক, ৩খ' রূপে জানানো যায়'।

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় '১, ২, ৩,' ব্যবহারবিধি দিয়ে প্রকারান্তরে 'প্রথম' দ্বিতীয় তৃতীয়' ই সমর্থন করলেন। কিন্তু পরিভাষার দিক থেকে 'উত্তম' মধ্যম ও প্রথম' বদলাতে বলেননি।

আমরা এ কথাটাই ঘুরিয়ে বলতে চাই। 'উত্তম, মধ্যম, ও প্রথম' পুরুষের পরিবর্তে যথাক্রমে 'প্রথম', দ্বিতীয় ও তৃতীয়' পুরুষ ব্যবহার করব। তাতে ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবানুযায়ী '১, ২, ৩', দিয়ে নির্দেশ করতে কোন অসুবিধাই থাকবে না।

তাছাড়া, প্রস্তাব হিসেবে এ কোন নতুন ব্যাপারও নয়। আযাদীর পরে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত ভাষা-কমিটি বয়স্কদের শিক্ষার সুবিধার জন্য

যে শোজা বাংলার শোপারেশ করেন, তাতেও 'উত্তম' পুরুষের স্থলে 'প্রথম' পুরুষ চালু করার কথা ব্যক্ত করেন।

আমরা যেমন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ যথাক্রমে ১, ২, ৩, সংকেতে প্র কাশ করতে পারি, তেমনি দ্বিতীয় তুচ্ছার্থক, সাধারণ ও সম্মানার্থক ক্রমগুলোকে ২ক, ২খ, ২গ এবং তৃতীয় পুরুষের সেই ক্রমগুলিকে ৩ক, ৩গ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ করব।

১৬. ক্রম (Grade)

বাংলা সমাপিকা ক্রিয়াপদের রূপে 'পুরুষে র তিনটি স্তর অভিব্যক্ত।

১. তুচ্ছার্থক (Familiar Grade)

২. সা ধারণার্থক (Ordinary Grade)

৩. সম্ভ্রমার্থক (Honorific Grade)

ব্যাকরণের ক্রম নির্ধারণে বক্তা ও শ্রোতার সামাজিক সম্পর্ক অবশ্য কর্তব্য। আর যে বিশেষ 'অবস্থায়' বা প্রসঙ্গে' (Situation) কথা বলা হচ্ছে, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

তুচ্ছার্থক : তুই, তোরা ; সে, তারা ; এ, এরা ; ও, ওরা—এসব সর্বনাম পদের সহিত সম্পর্কিত, এবং একটি বিশেষ পরিবেশে প্রাসঙ্গিক অবস্থায় বক্তা সমাজে তাঁর চাইতে ছোট, নিম্নপদস্থ, অথবা সমান পদের লোকদের স ম্বন্ধে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, সে করে। তুই করিস্।

সাধারণার্থক : তুমি, তোমরা—এ সব সর্বনামের সহিত সম্পর্কযুক্ত, এবং এক টি বিশেষ পরিবেশে এবং প্রাসঙ্গিক অবস্থায় বক্তা সমাজে তাঁর চাইতে ছোট, নিম্নপদস্থ, অথবা সমান পদের লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহার করেন।

যেমন, তুমি কর। তোমরা কর।

সম্ভ্রমার্থক : আপনি, আপনারা ; তিনি, তাঁরা , ইনি, এঁরা ; ওঁ, উনি, ওঁরা—এ সব সর্বনামের সহিত সম্পর্কিত এবং একটি বিশেষ পরিবেশে এবং প্রাসঙ্গিক অবস্থায় বক্তা সমাজে তাঁর চাইতে বড়, উচ্চপদস্থ, উপরিস্থ

বা সমান পদের লোকদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন। যেমন, আপনি করেন। তিনি করেন।

ক্রিয়া এবং সর্বনাম উভয় পদের রূপের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকার 'ক্রমের' চিহ্ন বিদ্যমান।

ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তুচ্ছার্থক ও সম্ভ্রমার্থক ছাড়া অপরটিকে 'সামান্য রূপ' বলেছেন। 'সামান্য' 'অসামান্যের' সঙ্গে বিপরীতার্থে তুলনীয়। অবশ্য 'সাধারণ' ও সে অর্থে 'অসাধারণের' সঙ্গে তুলনীয়। 'তুচ্ছ' আর 'সম্ভ্রম' এ দুয়ের মাঝামাঝি 'সামান্যে'র চাইতে 'সাধারণ' ভাল মনে হয়। সাধারণতঃ 'সামান্য' বললে 'নগণ্য' অর্থাৎ 'তুচ্ছে'র ভাবটাই এসে পড়ে। অবশ্যি নামে কিছু আসে যায় না। বিশেষ করে এগুলো যখন ব্যাকরণ পর্যায়ের নাম। তবু মনে হয় 'সাধারণ' মান্য না হলে 'সামান্যে'র মতো অমান্য নয়। তাই আমরা এ পরিভাষাটাই রাখার পক্ষপাতী।

১৭. কাল (Tense)

প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদের যে রূপান্তর ঘটে, সে অনুযায়ী তিনটি কালের দ্যোতনা সূচিত হয়। [এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ব্যাকরণ সংক্রান্ত 'কালের' (Tense) সহিত সময় সম্পর্কিত 'কালের' (Time) কোন সম্বন্ধ নাই]।

১. ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)
২. বর্তমান কাল (Present Tense) ও
৩. অতীত কাল (Past Tense)

ক্রিয়াপদের রূপে অভিব্যক্ত ব্যাকরণ সংক্রান্ত এ 'কাল' গুলো দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১. সরল (Simple)
২. যৌগিক (Compound)।

যথা, 'সে করে'। এ বাক্যে 'করে' ক্রিয়া সরল কাল জ্ঞাপন করছে। ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অতীত—এ তিন কালই সরল শ্রেণীতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান আর অতীত এ দু'কাল আবার যৌগিক শ্রেণীতেও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল কেবল সরল শ্রেণীতে দৃষ্ট হয়; আর বর্তমান ও অতীত কাল সরল ও যৌগিক দু'শ্রেণীতেই পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে সরল-যৌগিক শ্রেণী ভাগ কেবল বর্তমান ও অতীত কালের ক্রিয়া বিভক্তির বিশ্লেষণেই প্রযোজ্য।

যৌগিক শ্রেণীকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোকে 'ভাব' বলা যেতে পারে।[১৫]

১. ঘটমান ভাব (Progressive)
২. পুরাঘটিত ভাব (Perfective)
৩. নিত্যবৃত্ত ভাব (Habitual)

বর্তমান কালের ক্রিয়ার ব্যবহার কেবল ঘটমান ও পুরাঘটিত রূপেই ব্যক্ত। অতীত কালের ক্রিয়ার ব্যবহার ঘটমান, পুরাঘটিত ও নিত্যবৃত্ত—এ তিন ভাবেই হয়। অর্থাৎ নিত্যবৃত্ত ভাব কেবল অতীত কালের ক্রিয়ায়, পুরাঘটিত ও ঘটমান ভাব অতীত ও বর্তমান দু'কালেই ক্রিয়ায় অভিব্যক্ত। এ হলো যৌগিক কালের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

আর সরল কালের ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ। তা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাধারণ রূপে বিধৃত।

কেউ ইচ্ছে করলে কালকে 'সরল' ও 'যৌগিক' এ দু'ভাগে ভাগ না করলে 'সরল'; 'ঘটমান', 'পুরাঘটিত' এবং 'নিত্যবৃত্ত'—এ তিন ভাবেও সোজাসুজি ভাগ করতে পারেন। কিন্তু উপরোক্ত রূপ ভাগে বরাত (reference) দিবার এবং অন্যবিধ সুবিধাও রয়েছে। এ কথা আমাদের আলোচনার শেষে স্পষ্ট হবে।

উদাহরণ :

ঘটমান (অতীত) — সে করছিল।
পুরাঘটিত (অতীত) — সে করেছিল।
নিত্যবৃত্ত (অতীত) — সে করত।

সরল ও যৌগিক এ দু'রকমে বিভাগ কৃত তিনটি 'কালের' ব্যবহার এবং যৌগিক কালের তিনটি 'ভাব'-এর বৈশিষ্ট্য নিম্নের ছকে দেখান হয়েছে। কাল (Tense) ও ভাব (aspect)-এর উপস্থিতি √ (টিক) চিহ্ন দ্বারা বুঝান হয়েছে।

শ্রেণী (group)	ভাব (aspect)	ক্রিয়া		
		ভবিষ্যৎ	বর্তমান	অতীত
সরল (simple)		√	√	√
যৌগিক	ঘটমান (progressive)		√	√
,,	পুরা ঘটিত (prefective)		√	√
,,	নিত্যবৃত্ত (habitual)			√

নির্দেশ বোধক (Statement) ও প্রশ্ন বোধক বাক্যের নির্দেশক (Indicative) ক্রিয়াপদ উপরে বিবৃত মতে সকল 'কাল' ও 'ভাব'-এ প্রযুক্ত হয়।

কাল ও ভাব সমূহের রূপগত এবং ব্যবহারগত পার্থক্য এখানে খুব সংক্ষেপে বিবৃত হলো। দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় এ স্থলে ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা দেওয়া গেল না।

বাংলা কথ্য-ধারায় নির্দেশক ক্রিয়াপদের রূপের বিভিন্ন পুরুষেরও ক্রমের এবং বিভিন্ন কালের ও ভাবের দ্যোতক ক্রিয়া-বিভক্তিগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া গেল। এতে ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনার সুবিধা হবে।

পুরুষ	১	২			৩	
ক্রম		তুচ্ছ	সাধারণ	সম্মান	তুচ্ছ/সাধারণ	সম্মান
সরল বর্তমান	-ই-	-ইস্	-ও	-এন	-এ	-এন
ঘটমান ,,	-ছি	-ছিস্	-ছো	-ছেন	-ছে	-ছেন
পুরাঘটিত ,,	-এছি	-এছিস	-এছো	-এছেন	-এছে	-এছেন
সরল অতীত	-লাম	-লি	-লে	-লেন	-লো	-লেন
ঘটমান ,,	-ছিলাম	-ছিলি	-ছিলে	-ছিলেন	-ছিলো	-ছিলেন
পুরাঘটিত ,,	-এছিলাম	-এছিলি	-এছিলি	-এছিলেন	-এছিল	-এছিলেন
নিত্যবৃত্ত ,,	-তাম	-তিস	-তে	-তেন	-তো	-তেন
সরল ভবিষ্যৎ	-ব	-বি	-বে	-বেন	-বে	-বেন

বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়াপদের বিভক্তির রূপগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য এ ভাবে লক্ষ্য করা যাবে :

১. ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য হলো : এর বিভক্তিতে একটি ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি (voiced unaspirated bilabial plosine (-ব্-) উপাদান (element) থাকে।

যথা, আমি আসব, তুই আসবি, তুমি আসবে, আপনি আসবেন, স আসবে, তিনি আসবেন ; ইত্যাদি।

২. অতীত কালের ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য হলো : এর বিভক্তিতে ঘোষ ার্শ্বিক তরলধ্বনি (voiced latteral liquid) (-ল্-) অথবা অঘোষ অল্পপ্রাণ

দন্ত্য স্পর্শ ধ্বনি (voiceless unaspirated dental plosine) (-ত-) উপাদান থাকে।

যথা, আমি আসলাম, তুই আসলি, তুমি আসলে, আপনি আসলেন, সে আসলো, তিনি আসলেন, ইত্যাদি।

৩. বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য হলো : এর বিভক্তিতে ঘোষ অল্পপ্রাণ ওষ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি (voiced unaspirated labial plosine) (-ব্-), ঘোষ পার্শ্বিক তরল ধ্বনি (voiceless unaspirated dental plosine) (-ল্-) অথবা আঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য স্পর্শ ধ্বনি (voiceless unaspirated dental plosine) (-ত্-) উপাদান থাকে না।

যথা, আমি আস্‌ছি, তুই আসছিস্, তুমি আসছ, আপনি আসছো, সে আসছে, তিনি আসছেন, ইত্যাদি।

বিভিন্ন 'ভাব'-এর বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য এ ধরণের :

১. ঘটমান ভাব-এর বর্তমান ও অতীত উভয় কালের যে-কোন পুরুষ ও ক্রম-সূচক ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে সে কালের সাধারণ (যৌগিক নয়, সরল) ভাব-এর বিভক্তির পূর্বে একটি অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্যমূলীয় তালব্য-স্পর্শ ধ্বনি (Voiceless aspirated alveolopalatal plosine) (-ছ-) থাকে।

যথা, সাধারণ বর্তমান — সে আসে, ঘটমান বর্তমান — সে আসছে, সাধারণ অতীত, — সে আসবে, ঘটমান অতীত — সে আসছিল।

২. পুরাঘটিত ভাব-এর বর্তমান ও অতীত কালের যে-কোন পুরুষ ও ক্রম-সূচক ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে সে কালের ঘটমান 'ভাব'-এর পদের বিভক্তির পূর্বে আরও একটি অন্তঃ প্রত্যয় (infix)-এ, (ে, য়ে,) যুক্ত হয়।

যথা, ঘটমান বর্তমান — সে আসছে, পুরাঘটিত বর্তমান — সে এসেছে। ঘটমান অতীত — সে আসছিল, পুরাঘটিত অতীত — সে এসেছিল।

নিম্নের পাশাপাশি উদাহরণ থেকে উপরের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। এখানে বিভিন্ন 'কাল' আর 'ভাব'-দ্যোতক উদাহরণ দেওয়া হবে। পুরুষ ও স্তর-দ্যোতক তুলনীয় উদাহরণ অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

১. সরল ভবিষ্যৎ — সে করবে (-ব্-) উপাদান।
২. সরল বর্তমান — সে করে (-এ = -ে) কোন ব্যঞ্জন উপাদান নাই।
৩. ঘটমান বর্তমান — সে করেছে (-এ-এর পূর্বে-ছ্ = ছে)
৪. পুরাঘটিত বর্তমান— সে করেছে (ছে + এ = -এ ছে)
৫. সরল অতীত — সে করল (-ল্-)
৬. ঘটমান অতীত — সে করছিল (ছ + ল)
৭. পুরাঘটিত অতীত — সে করেছিল (-এ + ছিল = -এ ছিল)
৮. নিত্যবৃত্ত অতীত — সে করত (-ত্-)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃতের সংজ্ঞা অনুসরণ করে ও ইংরেজী গ্রামার অনুকরণ করে এ যাবৎ বৈয়াকরণগণ বাংলা ক্রিয়াপদের অনেকগুলো 'কালের' পরিচয় ও সংজ্ঞা দিয়েছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, জগদীশ চন্দ্র ঘোষ এবং আরো অনেকে অন্ততঃ পক্ষে 'চারটি' কালের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬] ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সরল ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণের নবীন সংস্করণে (১৯৬৩) চৌদ্দটি কালের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'রূপ ও অর্থ অনুসারে বাঙ্গালা ক্রিয়ার কালগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

[ক] মৌলিক বা সরল কাল, এবং (খ) যৌগিককাল।

মৌলিক কাল বাঙ্গালাতে চারিটি :

[১] সাধারণ (বা নিত্য) বর্তমান ; [২] সাধারণ (বা নিত্য) অতীত ;
[৩] নিত্যবৃত্ত অতীত ; [৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ ;

যৌগিক কাল বাঙ্গালাতে দশটি : [১] ঘটমান বর্তমান ;
[২] ঘটমান অতীত ; [৩] ঘটমান ভবিষ্যৎ ; [৪] পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ;
[৫] পুরাঘটিত অতীত ; [৬] পুরাঘটিত সম্ভাব্য (বা সম্ভাব্য অতীত) ;

[৭] নিত্যবৃত্ত বর্তমান ; [৮] নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান ; [৯] ঘটমান পুরা নিত্যবৃত্ত ; [১০] পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত (বা পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত)।

তাঁর উদাহরণ :

[১] সাধারণ বর্তমান — আমরা ভাত খাই।

[২] সাধারণ অতীত — ছাত্রেরা স্কুলে চলিল।

[৩] নিত্যবৃত্তঅ তীত — আগে খুব খাইতাম, এ খন আর পারি না।

[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ — আমি এখনই খাইব।

যৌগিকবাক্য :

[৫] ঘটমান বর্তমান—আমি ভাত খাইতেছি।

[৬] ঘটমান অতীত—কাল সকালে যখন তাঁহার সহিত দেখা করি, তখন তিনি চিঠি লিখিতেছিলেন।

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ—কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে করিয়া যাইতে থাকিব।

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান—আমি কালই তাহাকে দেখিয়াছি।

[৯] পুরাঘটি অতীত—অতি শিশুকালে আমি একবার খাট হইতে পড়িয়াছিলাম।

[১০] পুরাঘটিত সম্ভাব্য—তুমি দিয়া থাকিবে, কিন্তু আমার অমতে।

[১১] নিত্যবৃত্ত ঘটমান—তিনি সংবাদ পত্রে লিখিয়া থাকেন।

[১২] নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান—সে বলিয়া যায়, আমি লিখিতে থাকি।

[১৩] ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত—সন্ধ্যা হইতেই তিনি বকিতে থাকিতেন আমরাও শুনিয়া যাইতাম।

[১৪] পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত—তাহার অসুখের সময়ে আমরা সারারাত জাগিয়া থাকিতাম।

প্রচলিত ব্যাকরণের এরূপ কাল ভাগ যে ত্রুটিমুক্ত একথা কেউ জোর করে বলতে পারবেন না। রাজশেখর বসু অনেক পরিশ্রম করে তাঁর গবেষণার ফলাফল 'চলন্তিকা' অভিধানের পরিশিষ্টে 'ক্রিয়াপদ' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাল বিচার করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

'বাংলা ক্রিয়ার কালভেদ অনেকটা ইংরেজীর তুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে বাংলা ব্যাকরণে কয়েকটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, যথা—নিত্যপ্রবৃত্ত, বিশুদ্ধ, অদ্যতন, অপদ্যতন, পরোক্ষ, ভূত সামীপ্য। এই সকল সংজ্ঞার দ্বারা বাংলা ক্রিয়ার কাল ভেদ ঠিক নির্দেশ করা যায় না, এজন্য নূতন সংজ্ঞা করা হইল :

১।	নিত্যবৃত্ত বর্তমান,	Present habitual,	করে,	does
২।	ঘটমান বর্তমান,	Present progressive	করিতেছে,	is doing
৩।	পুরাঘটিত বর্তমান,	Present perfect,	করিয়াছি,	has done
৪।	বর্তমান অনুজ্ঞা,	Present imperative,	কর,	do
৫।	সাধারণ অতীত,	Past indefinite,	করিল,	did
৬।	নিত্যবৃত্ত অতীত,	Past habitual	করিত,	used to do
৭।	ঘটমান অতীত,	Past progressive,	করিতেছিল,	was doing
৮।	পুরাঘটিত অতীত,	Past perfect,	করিয়াছিল,	had done
৯।	সাধারণ ভবিষ্যৎ,	Future simple,	করিব,	will do
১০।	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা,	Future imperatvie,	করিও,	shall do'

নামগুলি দেখলেই বুঝা যাবে যে, ডক্টর চট্টোপাধ্যায় এবং রাজশেখর বসু একমত। কিন্তু ক্রিয়ার কালের বিশ্লেষণে ডক্টর চট্টোপাধ্যায় যে, ১৪টি প্রকার দেখিয়েছেন, তাহা মেনে নেওয়া চলে না। অবশ্য তিনি যে বলেছেন, 'অনুজ্ঞা' ক্রিয়ার স্বতন্ত্র কোন কাল-রূপ নহে, ক্রিয়ার বিশিষ্ট এক 'ভাব' একথা ঠিক। 'অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার কাল নয়, তবে ক্রিয়ার কালের দিক থেকে ব্যবহারে অনুজ্ঞা 'বর্তমান' ও ভবিষ্যৎ—এ দু'রূপ দ্যোতনা করে। অনুজ্ঞা-ক্রিয়ার রূপ থেকেই তা দেখা যায়।

রাজশেখর বসুর '৪। বর্তমান অনুজ্ঞা' ও '১০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা'—এ দুটো বাদ দিলে মোট থাকে আটটি কাল। তাঁর বিশিষ্ট আটটি কাল: ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ নং প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা সকল ক্রিয়াই প্রকাশ করে। এর বাইরে কোন ক্রিয়া থাকে না। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ধৃত [৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ (যাইতে থাকিব), [১০] পুরাঘটিত সম্ভাব্য বা সম্ভাব্য অতীত (বলিয়া থাকিব), [১১] নিত্যবৃত্ত ঘটমান (বেড়াইয়া থাকি), [১২] নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান (লিখিতে থাকি) [১৩] ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত (শুনিয়া যাইতাম) এবং [১৪] পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরা সম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত (জাগিয়া থাকিতাম) প্রাকৃতপক্ষে আমাদের বিভাগকৃত যৌগিক ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। একটি অসমাপিকা ক্রিয়া + একটি সমাপিকা ক্রিয়া। [৭] যাইতে + থাকিব, [১০] বলিয়া + থাকিব, [১১] বেড়াইয়া + থাকিব, [১২] লিখিতে + থাকি, [১৩] শুনিয়া + যাইতাম, [১৪] জাগিয়া + থাকিতাম—এরূপে দেখান যেতে পারে। [৭] থাকিব, [১০] থাকিব, [১১] থাকিব—ভবিষ্যৎ; [১২] থাকি—বর্তমান ; এবং [১৩] যাইতাম ও [১৪] থাকিতাম—অতীত।

রূপের দিক থেকে দেখতে গেলে এভাবেই দেখতে হবে। রূপের সঙ্গে অর্থের দ্যোতনা মিলিয়ে ফেললে বিশ্লেষণ বর্ণনাত্মক হবে না। একথা ভুললে চলবে না যে ব্যাকরণ পর্যায়ে ক্রিয়ার রূপে যে-কাল (Tense) বিধৃত হয়, সময়ের (Time) এর দিক থেকে তা এক না-ও হতে পারে, যেমন, ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের [৬] 'কাল সকালে যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি চিঠি লিখিতেছিলেন।' এ বাক্যে 'করি' কি তবে অতীত কালের? সময়ের দিক দিয়া নিশ্চয়ই, কিন্তু ক্রিয়ার রূপের দিক দিয়া তা স্পষ্টতঃই সরল বর্তমান কালের। তাই আমাদের মতে বিবৃতিমূলক বিশ্লেষণে সর্বত্র অর্থগত চিন্তা মনে রাখলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। কারণ মানেও তো যখন যে অবস্থায় আমি যা বুঝতে চাই তা-ই। বাক্যে যা-ই বলি না কেন, মানেটা বেশীর ভাগই আমার কণ্ঠ-ধ্বনি, ঝোঁক, স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত এবং স্বরতরঙ্গের উপর নির্ভর করে।

ধরা যাক, 'আমি যাব।' একটি হাঁ-সূচক বাক্য, যার বিভিন্ন স্বরতরঙ্গে বিভিন্ন মানে শ্রোতার মনে উদ্রেক করে। একবার, আমি যাব সে খবরটা বলে রাখলাম, যাওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হল, যাব কিনা সন্দেহ প্রকাশ হল, আর কেউ নেই, শেষ পর্যন্ত 'আমাকে' যেতে হবে?, আমি যাব—আমার আর কাজ নেই, আমি মিশ্চয়ই যাব না—ইত্যাদি বহু রকমের অর্থ হতে পারে। যদিও বাক্যটি হাঁ বোধক, তবু না বোধক অর্থও হয়।

আবার দেখা যাক, 'আমি যাব না।' এ বাক্যটিও নানা ভাবে উচ্চারণ করলে, স্বরতরঙ্গের বিভিন্নতায়, বিভিন্ন অক্ষরে (Syllable এ) বিভিন্ন রকমের ঝোঁক দিয়ে বললে বিভিন্ন রকমের অর্থ হতে পারে। এমনকি 'না' এর অর্থ আর 'না' না থেকে নিশ্চয়ার্থক হাঁ হয়ে যেতে পারে। যেমন, আমাদের এ বাক্যটির অর্থ হতে পারে, 'আমি যাব না, তবে যাবে কে?' অথবা আমি যাব না, বলছি কি? তার মানে, আমি নিশ্চয়ই যাব।

তাহলে দেখা যায় রূপগত দিক থেকে (Morphologically) যা হাঁ-সূচক, অর্থের দিক থেকে (Semantically) তা না-সূচক ও হাঁ-সূচক দুইই, আবার রূপগত দিক থেকে যা না-সূচক, অর্থের দিক থেকে তা হাঁ-সূচক ও না-সূচক দুইই হতে পারে। অতএব মানে (meaning) বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের। সে জন্যেই ভাষা বিজ্ঞানী একই শব্দ বা একই বাক্যের অর্থ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) বাগর্থতত্ত্ব (Semantics), ব্যাকরণ (Grammar) ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মনে করেন। যেমন 'কাল' বললে সাধারণতঃ 'সময়' বুঝায়; আবার দর্শন শাস্ত্রে 'কাল' মানে দুইকাল — ইহকাল ও পরকাল; আবার ব্যাকরণ পর্যায়ে এর অর্থ বিশেষ বিভক্তি জ্ঞাপক ক্রিয়ারূপ।

সুতরাং 'যাইতে থাকিব', 'বলিয়া থাকিব' এ সবগুলোকে অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন দেখেই ব্যাকরণ পর্যায়ে বিভিন্ন কালের পর্যায়ে ফেলতে হবে, অন্ততঃ পক্ষে পদগুলির রূপ ও গঠন দেখে তা মনে করার কোন কারণ নাই। তাই এদিক দিয়ে বাংলা ক্রিয়ার কালে রাজশেখর বসু যে দুঃসাহসী পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব করেছেন, তা অবিসম্বাদিত রূপে প্রশংসার্হ। বলা বাহুল্য

আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব ভাষার এই রূপ এবং গঠন-এর বিশ্লেষণে এ জন্যেই বেশী জোর দিয়ে থাকে।

চলন্তিকায় প্রস্তাবিত কালগুলোই আমরা গ্রহণ করেছি কিন্তু নাম ও রকম বদলিয়েছি। 'করে' ভাবের দিক থেকে নিত্যবৃত্ত (habitual) কিন্তু এটা কি সাধারণ বর্তমান বললে ভাল হয় না ? এবং তার অতীত কালের সমগোত্রীয় কাল হবে 'করিল' 'সাধারণ অতীত (indefenite)'। এদিক থেকে এ দুটোকেই সাধারণ বা সরল কাল (Simple Tense) বললে কোন অসুবিধাই থাকেনা। এতে ধ্বনিতত্ত্বের (Phonological) এবং ধ্বনিবিজ্ঞানের (Phonological) দিক থেকে বিশ্লেষণ ও বিবৃতি দানের সুবিধা অনেক। আমাদের বর্ণিত বিভক্তির আভ্যন্তরিণ ভাগগুলো দেখলেই একথা বোঝা যাবে।

বর্তমান	সাধারণ	-এ
	ঘটমান	ছ+-এ
	পুরাঘটিত	-এ+-ছ+-এ
অতীত	সাধারণ	-ল
	ঘটমান	-ছি+-ল
	পুরাঘটিত	-এ+-ছি+-ল

চলন্তিকার নিত্যবৃত্ত অতীত (habitual past) 'করিত' যে হিসাবে habitual, 'করে' সে হিসাবে নিত্যবৃত্ত বর্তমান (Past habitual) নয়।

প্রচলিত ব্যাকরণগুলোতে অনুজ্ঞায় 'প্রথম পুরুষের' ক্রিয়ারূপ দেখানো হয়। যেমন, 'আমি যাই, অথবা, চল যাওয়া যাক।' কিন্তু এগুলো 'উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা' না ধরে আলাদা ভাবে বিবেচনা করলেই চলতে পারে। অনুজ্ঞায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ ধরাই বিধেয়।

বাংলা ক্রিয়ার গঠন ও রূপে সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার পরিচয় বা পার্থক্য জ্ঞাপক কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি নাই, যেমন নাই কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের সম্প্রদান বিভক্তিতে। সংস্কৃতে ক্রিয়ার রূপেই ধরা যায় কোনটি সকর্মক ক্রিয়া, কোনটি অকর্মক ক্রিয়া। কিন্তু বাংলায় ক্রিয়া-বিভক্তিতে একই রূপ বিধৃত হয় বলে ব্যাকরণের পর্যায়ে সকর্মক-অকর্মক-পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কাজেই আমরা সকর্মক-অকর্মক ভেদ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইনি।

ক্রিয়াপদের ধাতুর শ্রেণী সম্পর্কে এ প্রবন্ধে কোন বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। কারণ এখানে কেবল ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণী বিভাগগুলিরই রূপতত্ত্ব ও পদক্রমের দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। ধ্বনিতত্ত্ব সংক্রান্ত পরিচয় আরো ব্যাপক বিশ্লেষণের সুতরাং ভিন্ন প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে।

১৮. আদেশক ক্রিয়াপদ

আদেশক বাক্যের আদেশক ক্রিয়া বিভক্তিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় -এ দু'পুরুষ, আর তুচ্ছার্থক, সাধারণার্থক ও সম্ভ্রমার্থক -এ তিন ক্রম এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ -এ দু'কালের রূপ পাওয়া যায়। আদেশক ক্রিয়ার বিভক্তিতে কোন 'ভাব'-এর রূপ নাই।

যথা, তুমি খাও। (২য়, বর্তমান)।
তুমি খেও। (২য়, ভবিষ্যৎ)।

আদেশক ক্রিয়াপদে বিভিন্ন পুরুষ, ক্রম ও কাল-জ্ঞাপক যে-সব বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

	পুরুষ	দ্বিতীয়			তৃতীয়	
	ক্রম	তুচ্ছার্থক	সাধারণার্থক	সম্মানার্থক	তুচ্ছার্থক/সাধারণ	সম্মানার্থক
কাল	বর্তমান	০-শূন্য	-ও	-উন	-উক	-উন
	ভবিষ্যৎ	-ইস্	-ও	-উন	-উক	-উন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ায় দ্বিতীয় পুরুষের সম্ভ্রমার্থক বিভক্তিতে, তৃতীয় পুরুষের সম্ভ্রমার্থক বিভক্তিতে, এবং তৃতীয় পুরুষের তুচ্ছার্থক ও সাধারণার্থক বিভক্তিতে কোন পার্থক্য নাই অর্থাৎ বিভিন্ন কালের বিভক্তিতে এদের পৃথক রূপ প্রকাশিত হয় না।

লক্ষ্য করা যাবে, সম্ভ্রমার্থক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের একই রূপ হয়। নির্দেশক ক্রিয়ার বিভক্তিতেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে।

নির্দেশক ক্রিয়ার মত আদেশক ক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ কালের দ্বিতীয় পুরুষের তুচ্ছার্থক রূপের বিভক্তি -ইস্; এবং নির্দেশক ক্রিয়ার মত আদেশক ক্রিয়ার বর্তমান কালের দ্বিতীয় পুরুষের সাধারণার্থক রূপের বিভক্তি-ও এক নয়। ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়া এর প্রকাশক (exponant) বিভিন্ন। নীচের উদাহরণ থেকে এ কথা পরিষ্কার হবে।

ক্রম		বর্তমান	ভবিষ্যৎ
২য়	তুচ্ছার্থক	তুই কাট্।	তুই কাটিস্।
২য়	সাধারণার্থক	তুমি কাট-বা কাটো।	তুমি কেটো।
২য়	সম্ভ্রমার্থক	আপনি কাটুন।	আপনি কাটুন।
৩য়	তুচ্ছার্থক সাধারণার্থক	সে কাটুক।	সে কাটুক।
৩য়	সম্ভ্রমার্থক	তিনি কাটুন।	তিনি কাটুন।

১৯. প্রযোজক ও অপ্রযোজক ক্রিয়া

বাংলা ক্রিয়াপদকে রূপের দিক থেকে এবং ব্যবহারের দিক থেকে আরো দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. প্রযোজক ক্রিয়া (Causative verbs)

২. অপ্রযোজক ক্রিয়া (Non-Causative)

যে কোন ক্রিয়াপদ এ দু'শ্রেণীর যে কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ দু'শ্রেণীর ক্রিয়াই সমাপিকা ও অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা :

সমাপিকা ক্রিয়া

১. অপ্রযোজক ক্রিয়া — সে পড়ে।

২. প্রযোজক ক্রিয়া — সে পড়ায়।

অসমাপিকা ক্রিয়া

১. অপ্রযোজক ক্রিয়া — সে লিখে পড়ে।

২. প্রযোজক ক্রিয়া — সে লিখিয়ে পড়ে।

সে লিখিয়ে পড়ায়।

প্রযোজক ক্রিয়া রূপের দিক থেকে অপ্রযোজক ক্রিয়া থেকে ভিন্ন। অপ্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগে পদটি সাধিত হয়। প্রযোজক ক্রিয়ায় ধাতুর সহিত বিভক্তি যুক্ত হওয়ার সময় মাঝখানে একটি অন্তঃপ্রত্যয় হয়। এ বিষয়টি এ ভাবে দেখান যায় :

অপ্রযোজক ক্রিয়া—ধাতু + বিভক্তি = সাধিত ক্রিয়া।

প্রযোজক ক্রিয়া—ধাতু + অন্তঃ প্রত্যয় + বিভক্তি = সাধিত ক্রিয়া।

প্রযোজক ক্রিয়ার এ অতিরিক্ত অন্তঃপ্রত্যয় (infix) একটা বিশেষ নিয়মে হয়। সাধারণতঃ এ প্রত্যয়টি (-আ-) হয়; স্বর-সঙ্গতির কারণে কোথাও কোথাও (-ই-) হয়।

যেমন, কাটাব (কাট্ + আ + ব), কাটিয়েছি (কাট্ আ = ই + য়েছি)।

কোন কোন স্থলে পরবর্তী ব্যঞ্জনকেও প্রভাবিত করে। যেমন, 'কাটছি—কাটাচ্ছি'। এখানে আ = আচ্ হয়েছে।

২০. অসমাপিকা ক্রিয়া

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার মতো বিভিন্ন পুরুষ, ক্রম এবং কালের বিভক্তিতে সাধিত হয় না।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় নিম্নলিখিত বিভক্তিগুলো পাওয়া যায়। কতকগুলি বিভক্তি অপ্রযোজক ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট, আবার কতকগুলি বিভক্তি প্রযোজক ক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট এবং কতকগুলি বিভক্তি অপ্রযোজক ও প্রযোজক দু'য়েরই মধ্যে সাধারণ।

যেমন,— ১. কেবল অপ্রযোজক ক্রিয়ায়—'আ (-+)' এবং -'অন' বা-'ওন'

২. কেবল প্রযোজক ক্রিয়া— -'ন' বা-'নো'।

৩. অপ্রযোজক ও প্রযোজক উভয় ক্রিয়ায় —-এ (-ে, য়ে), -তে,-লে।

উদাহরণ: ১. অপ্রযোজক :

-আ — চিঠিখানি লেখা হয়েছে।

-আন — চলতি গাড়িতে লেখন যায় না।

-এ — চিঠিখানি লিখে আন।

-তে — চিঠিখানি লিখতে পার।

-লে — চিঠিখানি লিখলে ভাল হতো।

২. প্রযোজক :

-ন — তাকে দিয়েই চিঠিখানি লিখানো হয়েছে।

-এ — তাকে দিয়ে চিঠিখানি লিখিয়ে কাজ নেই।

-তে — তাকে দিয়ে চিঠিখানি লিখাতে পার।

-লে—তাকে দিয়ে চিঠিখানি লিখালে ভাল হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়ার এ ক'টি বিভক্তি ছাড়া আরো দুটি বিভক্তি আছে : -'বা' এবং-'বার'। যেমন, শিশুটি পানিতে পড়বা মাত্রই আমি তুলে ফেলেছি ; গাড়ীটি ছাড়বার জন্য তৈরী।

এ দুটি বিভক্তিকে প্রায় সকল ব্যাকরণই অসমাপিকা ক্রিয়া পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। লক্ষ্য করা যাবে, আমরা উপরোক্ত উদাহরণ দু'টি এ ভাবেও বলতে পারি : শিশুটি পানিতে পড়া মাত্রই আমি তুলে ফেলেছি ; গাড়িটি ছাড়ার জন্য তৈরী। তা হলে দেখা যায় '-বা' এবং '-বার' যথাক্রমে '-আ' এবং

'-আর'-এর 'পরিবর্তক' (alternant)। ধ্বনি তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে -'আ'-এর পূর্বে '-ব' আগম বাংলা ভাষার এ ধরণের ক্রিয়াপদের একটা বৈশিষ্ট্য। এবং '-আর' বিভক্তিটির '-র' সম্বন্ধের। যেমন, 'আমার জন্য, টাকার জন্য, ছাড়ার জন্য, ছাড়বার জন্য'। এ '-আ' অপ্রযোজক ক্রিয়ার বিভক্তি '-আ'-এর পরিবর্তক হিসেবে গ্রহণ করা চলে। প্রযোজক ক্রিয়ায় এ '-বা' '-নো'-এর পরিবর্তক। 'দেখানোর সময়' — 'দেখবার সময়'। বাংলা চলিত ভাষার চাইতে সাধুভাষায় এ '-বা' ও -'বার' বিভক্তি যুক্ত পদের প্রচলন বেশী। উপরন্তু 'বা' ও '-বার' বিভক্তি যোগে যে সকল পদ তৈরী হয় ব্যাকরণ পর্যায়ে সে পদটি ক্রিয়া কিনা তাও বিচার করে দেখার মতো। ক্রিয়া ধাতু থেকে গঠিত হয় বলেই এটাকে ক্রিয়াপদ মনে করা ঠিক নয়। কারণ, আমরা জানি 'চল্' ধাতু থেকে 'চলন্ত', 'চলমান' এমনকি 'চলনে' (যেমন, চলনে-বলনে) —এ সব পদ তৈরী হয়। এগুলোকে কেউই ক্রিয়াপদ বলেন না। -'বা' এবং 'বার' যোগেও যে পদ গঠিত হয়, সে গুলোকে ক্রিয়াপদ হিসেবে বিচার না করে অন্য পদ হিসেবে বিচার করা বিধেয়, মনে করেন। যেমন, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করার (করবার) জন্য এসেছি। এ বাক্যে 'করার' কি বিশুদ্ধ ক্রিয়া? তা হলে বলতে পারতাম, 'করির জন্য', 'করছির জন্য-', 'কর-তামর জন্য'-ইত্যাদি। রূপগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ধারণা' (idea) 'তর্ক বা যৌক্তিক তত্ত্বের' (logical) 'পূর্ব নির্ধারিত বিশ্বাস (Preconceived notion) ও অর্থগত বিষয়ের সংমিশ্রণের স্থান কোথায়? কাজেই এ দুটোকে আমরা অন্য বিভক্তি বা অব্যয় হিসেবে বিবেচনা করব।

২১. বাক্য ও ক্রিয়া সংক্রান্ত শ্রেণী ও বিভাগ সমূহের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, একটি ধাতু নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে তার বিভক্তি যুক্ত প্রয়োগ দেখিয়ে বক্তব্য বিষয় স্পষ্টতর করা যেতে পারে। অপ্রযোজক ও প্রযোজক এ দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেক শ্রেণী ও ভাগেরই সমাপিকা (নির্দেশক ও আদেশক) এবং অসমাপিকা পর্যায়ে উদাহরণ দেওয়া গেল। 'কাট্' ধাতুর ক্রিয়াপদগুলো উদাহরণে ব্যবহৃত হল।

২১. ১ অপ্রযোজক ক্রিয়া

২১.১.১. নির্দেশক :

	পুরুষ	১	২			৩	
	ক্রম→		ক	খ	গ	ক/খ	গ
কাল	ভাব						
বর্তমান	সরল	কাটি	কাটিস্	কাট	কাটেন	কাটে	কাটেন
,,	ঘটমান	কাটছি	কাটছিস্	কাটছ	কাটছেন	কাটছে	কাটছেন
,,	পুরাঘটিত	কেটেছি	কেটেছিস্	কেটেছ	কেটেছেন	কেটেছে	কেটেছেন
অতীত	সরল	কাটলাম	কাটলি	কাটলে	কাটলেন	কাটল	কাটলেন
,,	ঘটমান	কাটছিলাম	কাটছিলি	কাটছিলে	কাটছিলেন	কাটছিল	কাটছিলেন
,,	পুরাঘটিত	কেটেছিলাম	কেটেছিলি	কেটেছিলে	কেটেছিলেন	কেটেছিল	কেটেছিলেন
,,	নিত্যবৃত্ত	কাটতাম	কাটতিস	কাটতে	কাটতেন	কাটত	কাটতেন
ভবিষ্যৎ	সরল	কাটব	কাটবি	কাটবে	কাটবেন	কাটবে	কাটবেন

২১.১.২ আদেশক

পুরুষ →	২			৩	
ক্রম →	ক	খ	গ	ক/খ	গ
কাল বর্তমান	কাট্	কাট	কাটুন	কাটুক	কাটুন
ভবিষ্যৎ	কাটিস	কেটো	কাটুন	কাটুক	কাটুন

২১.১.৩. অসমাপিকা

-আ—কাটা ; -এ—কেটে ; -অন—কাটন ;

-তে—কাটতে ; -লে—কাটলে।

২১.২ প্রযোজক ক্রিয়া

২১.২.১ নির্দেশক

পুরুষ		১	২			৩	
ক্রম →			ক	খ	গ	ক/খ	গ
কাল	ভাব						
বর্তমান	সরল	কাটাই	কাটাস্	কাটাও	কাটান	কাটায়	কাটান
,,	ঘটমান	কাটাচ্ছি	কাটাচ্ছিস্	কাটাচ্ছো	কাটাচ্ছেন	কাটাচ্ছে	কাটাচ্ছেন
,,	পুরাঘটিত	কাটিয়েছি	কাটিয়েছিস	কাটিয়েছো	কাটিয়েছেন	কাটিয়েছে	কাটিয়েছেন
অতীত	সরল	কাটালাম	কাটালি	কাটালে	কাটালেন	কাটাল	কাটালেন
,,	ঘটমান	কাটাচ্ছিলাম	কাটাচ্ছিলি	কাটাচ্ছিলে	কাটাচ্ছিলেন	কাটাচ্ছিল	কাটাচ্ছিলেন
,,	পুরাঘটিত	কাটিয়েছিলাম	কাটিয়েছিলি	কাটিয়েছিলে	কাটিয়েছিলেন	কাটিয়েছিল	কাটিয়েছিলেন
,,	নিত্যবৃত্ত	কাটাতাম	কাটাতিস্	কাটাতে	কাটাতেন	কাটাত	কাটাতেন
ভবিষ্যৎ	সরল	কাটাব	কাটাবি	কাটাবে	কাটাবেন	কাটাবে	কাটাবেন

২১.২.২. আদেশক

পুরুষ	২			৩	
ক্রম	ক	খ	গ	ক/খ	গ
বর্তমান	কাটা	কাটাও	কাটান	কাটাক	কাটান
ভবিষ্যৎ	কাটাস	কাটিও	কাটান	কাটাক	কাটান

২১.২.৩ অসমাপিকা

-নো — কাটানো ; -য়ে— কাটিয়ে ; -তে — কাটাতে ;
-লে — কাটালে।

পাদটীকা

১. Qazi Din Muhammad : Some Syntactic Structures in Bengali, in *Pakistani Linguistics* (1962), Lahore, Linguistic Research Group of Pakistan. 1963.

২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ২য় সংস্করণ, ঢাকা প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৩৪৬, পৃঃ ২।

৩. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, নবীন সংস্করণ। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৯৬৩।

৪। C. C. Fries : *The Structure of English.* London, Longmans, Green & Co., 1959, Pp. 56.

৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ১ম সং কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৪৫। পৃঃ ৭।

৬. পূর্বোক্ত।

৭. Palmer, F.R, "The Broken Plurals' of Tygriniyn" in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. XVII, 3, Pp 549.

৮. Cited in *The Dacca University Studies*, Vol. XI, Pt. I, June, 1963, Pp 45.

৯. 'আদেশক ক্রিয়ার' বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অন্য প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

১০. বাক্যের প্রথমে এবং শেষেও প্রশ্নবোধক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে শ্রেণীর বাক্য আমরা বিশ্লেষণ করছি, তাতে হয় না।

১১. না, নি—এ সব অব্যয় পৃথকভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

১২. Qazi Din Muhammad : *The Phonology of the Verbal Piece in Colloquial Bengali*, (Doctoral Thesis : University of London 1961) *Mimeo*. Pp. 17.

১৩. —*Verbal form in Bengali : Grammatical Categories,' in *The Dacca University Studies*, op. Cit., Pp. 49.

১৪. সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের শেষ ছাড়া অন্য স্থলেও পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের বিবেচ্য বাক্য-শ্রেণীতে এরূপ হয় না।

এ বিবৃতি কেবল মাত্র হাঁ-সূচক বাক্যের সম্বন্ধে খাটে। না-সূচক বাক্য নিষেধার্থক অব্যয় 'না' বা নি বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হলে, সমাপিকা ক্রিয়া প্রত্যন্তে ব্যবহৃত হয়।

১৫. 'ভাব' সাধারণতঃ ব্যাকরণে Mood এর অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে 'ভাব' সম্পূর্ণ নূতন অর্থে, aspect বুঝাতে করা হয়েছে। আমাদের আলোচনায় Mood বলে কিছু স্বীকার করা হয় নাই। ১ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০— ; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃঃ ২৮৪—।